ইত্তেফাক

009

তারিখ ... ৮.১১.৯৫ ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

# টিভির প্রতি শিশুর আকর্ষণ

শিশুদের নিকট বই অপেক্ষা টিভি অনেক বেশী আকর্ষণীয়। সম্প্রতি জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র ৮০টি গ্রন্থ সুহৃদ সমিতির সহযোগিতায় সমগ্র বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠাভ্যাসের উপর একটি সমীক্ষা চালায়। দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠরত মোট ৭২৮ জন ছাত্র-ছাত্রীর উপর সমীক্ষা চালাইয়া জানা যায় যে, ইহাদের শতকরা ৬৬ দশমিক ৬২ জনই টিভির নিয়মিত দর্শক। পুস্তক অপেক্ষা টিভি তাহাদের নিকট অপেক্ষাকৃত বেশী আকর্ষণীয়। শতকরা ৫০ দশমিক ৫৮ জন পাঠ্য-পুস্তকের বাহিরে অন্য কিছুই পড়ে নাই। সমীক্ষাটি আমাদের দেশের ভাবী নাগরিকদের মানসিক গড়ন প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করিয়াছে। যদিও এই সমীক্ষায় সমাজের এমন একটি অংশকে লওয়া হইয়াছে টিভির অনুষ্ঠান উপভোগ করার কিংবা প্রাথমিক শিক্ষালাভের সঙ্গতি যাহাদের আছে, তথাপি ধরিয়া লইতে হইবে যে, সমাজের ভাবী কর্ণধার ইহাদের মধ্য হইতেই আসিতে পারে। অবশ্য আমরা টিভির প্রতি আকর্ষণকে কোন নেতিবাচক দিক বলিয়া ধরিতে চাই না। কারণ এই জনপ্রিয় গণমাধ্যমটি একই সঙ্গে দর্শকের চোখ এবং কানকে তৃপ্ত করে। টিভির অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে যদি শিশুদের শিক্ষণীয় বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং তাহাদের অনুষ্ঠানগুলিকে যদি শিশুতোষের উপযোগী করিয়া নির্মাণ করা যায় তাহা হইলে ইহা সুফল দিতে পারে। বিদেশে শিশুদের অনুষ্ঠানগুলি শিশু-মনস্তত্ত্বের পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করিয়া সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতে নির্মাণ করা হয়। ফলে আনন্দ উপভোগের মধ্যেও শিশু ইহার মৌলিক পাঠগুলি সহজেই আত্মস্থ করিতে সক্ষম হয়। অবশ্য ইতিমধ্যে একটা কথা লইয়া পাশ্চাত্যেও বিতর্ক উঠিয়াছে। তাহা হইল, প্রকৃতপক্ষে অডিও-ভিজুয়াল মিডিয়া কি শিশুদের কল্পনাশক্তি, চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করিয়া দিতেছে? এই বিতর্কের পক্ষে-বিপক্ষে অনেক রকম যুক্তিরও অবতারণা করা হইয়াছে। ইহার পক্ষপাতীদের অভিমত হইল, দৃশ্যমান ঘটনার পরবর্তী অধ্যায়টি কি হইবে ইহা আরও পরিপক্কভাবে উপস্থিত হইতেছে। ফলে শিশু ইহা লইয়া কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগাইবার অবকাশ পাইতেছে না। আবার বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য হইল: দৃশ্য পরম্পরার ঘটনাবলী তাহাকে উৎকৃষ্ট পরিণতিতে লইয়া যাইতে সহায়তা করিতেছে, তাহার কল্পনাকে সংশোধন করার সুযোগ সৃষ্টি করিতেছে এবং চিন্তার ধারাবাহিকতা শিক্ষা দিতেছে। ইহার ফলে সে শানিত হইয়া উঠিতেছে। আমরা এই বিতর্কের মধ্যে না যাইয়া বলিব, টিভির অনুষ্ঠানমালা তো পুস্তক কিংবা শিক্ষার প্রতিপক্ষ হইতে পারে না বরং সহায়ক হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। লেখাপড়ার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ পরিবেশগত এবং অভিভাবকদের উপর নির্ভরশীল। অভিভাবকরা যদি পাঠাভ্যাসের প্রতি শিশুকে আকৃষ্ট করাইতে পারেন, কল্পনাশক্তি বৃদ্ধির উপযোগী কোন পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারেন এবং যদি তাঁহাদের আচরণে-ব্যবহারে শিশুর সৃজনী প্রতিভার উন্মেষ ঘটাইতে পারেন তাহা হইলে লেখাপড়ার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করা কোন দুরূহ ব্যাপার হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। উন্নত সমাজে টিভি একটি অপরিহার্য বস্তুতে পরিণত হইয়াছে, সেখানে ষোল-সতের ঘণ্টা অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় এবং অনেকগুলি চ্যানেলেই। তাই বলিয়া কি ধরিয়া লইতে হইবে যে, উন্নত সমাজের শিশুদের সৃজনশীলতা, কল্পনাশক্তি, চিন্তাশক্তি সবকিছু লোপ পাইয়াছে? আজ সর্বাপেক্ষা উদ্বেগজনক ব্যাপার হইল শিশুদের মধ্যে বইয়ের প্রতি তথা লেখাপড়া করার প্রতি আকর্ষণ কমিয়া যাইতেছে। এ ব্যাপারে টিভি অনুষ্ঠানকে কাল্পনিক প্রতিপক্ষ ধরিয়া লাভ নাই। যে যে কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতেছে সেইগুলিকেই চিহ্নিত করা দরকার। শিশুদের কথা বাদই দিলাম, বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষিতদের মধ্যে পাঠাভ্যাসটি কতখানি আছে ইহাও খুঁজিয়া বাহির করা দরকার।